দৈনিক বাংলা

তারিখ ...16/10/79...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

058

পাকিস্তানের বিজ্ঞানী সালাম নোবেল পুরস্কার পেলেন

স্টকহোম, ১৫ই অক্টোবর (রয়টার)।—আলবার্ট আইনস্টাইনের একটি অসফল ক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে পাকিস্তানের প্রফেসর আবদুস সালাম ও দুজন মার্কিন বিজ্ঞানী আজ পদার্থ বিদ্যায় ১৯৭৯ সালের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। প্রফেসর সালাম বর্তমানে বৃটেন ও ইটালীতে বসবাস করছেন। মার্কিন বিজ্ঞানী দুজন হচ্ছেন শেলডন গ্লাশো এবং স্টিভেন ভাইনবার্গ।

পরমাণুর দুর্বল এবং তড়িৎ-চৌম্বক শক্তিসমূহকে একীভূত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্যে রাজকীয় সুইডিশ বিজ্ঞান একাডেমী এই তিন বিজ্ঞানীকে ৮ লাখ ক্রোনার (এক লাখ এক নব্বই হাজার ডলার) মূল্যের এই পুরস্কারে ভূষিত করেন।

উল্লেখ্য, আইনস্টাইন এমন এক অভিন্ন শক্তির সন্ধান করেছিলেন, যেটা তাঁর সন্দেহ হয়েছিল যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একত্রিত করে রেখেছে। ৩০ বছর ধরে তিনি এবাবৎ সুস্পষ্ট চারটি প্রাকৃতিক শক্তির এক অভিন্ন ভিত্তি খুঁজে বের করার চেষ্টা চালান। এই চতুঃশক্তির একটি হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। আরেকটি হচ্ছে 'দৃঢ়' পারমাণবিক শক্তি—পরমাণু কেন্দ্রে প্রোটন ও নিউট্রন-সমূহকে তা একত্রিত রেখেছে। এবং সেটাই নক্ষত্র এবং হাইড্রোজেন বোমাকে শক্তিমণ্ডিত করে থাকে।

রসায়নে নোবেল পুরস্কার

অপর এক খবরে প্রকাশ, ইন্ডিয়ানারা পারডিউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হার্বার্ট ব্রাউন এবং পশ্চিম জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর গিওর্গ ভাইটিগকে অজৈব রসায়নশাস্ত্রে ১৯৭৯ সালের নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। ডঃ ব্রাউনকে বোরোনের কম্পাউন্ড এবং ডঃ ভাইটিগকে ফসফোরাসের কম্পাউন্ড বের করার জন্যে

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

নোবেল পুরস্কার

(প্রথম পৃঃ পর)

৮ লাখ ক্রোনার মূল্যের এই পুরস্কার দেয়া হয়েছে। জৈব রাসায়নিক সংশ্লেষণে এ দুটো কম্পাউন্ডই গুরুত্বপূর্ণ রিএজেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

ডঃ ব্রাউন একজন মার্কিন নাগরিক, তবে তাঁর জন্ম লন্ডনে, ১৯১২ সালের ২২শে মে। ডঃ ভাইটিগের জন্ম বার্লিনে, ১৮৯৭ সালের ১৬ই জুন। ১৯৬৭ সাল থেকে তিনি হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈব রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক।